তারিখ 14-NOV-2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

যুগান্তর

এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি

পর্যবেক্ষণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই কেন?

প্রতি বছরের মতো এবারও সারা দেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত, এমনকি গলাকাটা ফি আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। শহর-গ্রাম সর্বত্র সরকার নির্ধারিত ফি'র পাঁচ থেকে সাত গুণ পর্যন্ত বেশি টাকা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের। গ্রামে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা, সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবৈধ দাবি মেটাতে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছেন অভিভাবকরা। সন্তানের শিক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে যে কোনো উপায়ে টাকা জোগাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এ অবস্থায় সরকার নির্ধারিত ফি দিয়ে দায়িত্ব শেষ করার সুযোগ পাচ্ছে না তারা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনো পর্যবেক্ষণের চিত্রও পাওয়া যায়নি। শহরে তো গ্রামের চেয়ে বেশি টাকা আদায় করা হচ্ছে।

যুগান্তরের রোববারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার নির্ধারিত বিজ্ঞান বিভাগের ফরম পূরণ ফি ১৭৮৫ টাকা, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার জন্য ১৫৭৫ টাকা। কিন্তু ফি'র নামে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৩ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবার গলাকাটা ফি আদায় করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। যেমন ফরম পূরণ ফি'র জন্য সরকার নির্ধারিত টাকাই নোটিশের মাধ্যমে নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সেশন ফি, টিউশন ফি, উন্নয়ন ফি, কোচিং ইত্যাদির নামে নেয়া হচ্ছে মোটা অংকের টাকা। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, ঢাকার বাইরে বিভিন্ন উপজেলা শিক্ষক সমিতি সিন্ডিকেট করে ফরম পূরণের ফি নির্ধারণ করে দিচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ সে অনুযায়ী ফি আদায় করছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে অভিভাবকরা অসংখ্য অভিযোগ করছেন। কিন্তু কোনো প্রতিকার পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্কুলের চাহিদামতো অর্থ পরিশোধ করছেন। শিক্ষা কর্মকর্তা ও ইউএনওরা বলছেন, এ বিষয়ে তারা কিছু জানেন না।

এসএসসিসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফি আদায়ের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের স্থায়ী নির্দেশনা দেয়া আছে। কোনো প্রতিষ্ঠান বেশি ফি আদায় করলে ব্যবস্থা নিতে হবে। মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। অথচ একজন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন, সরকারের কোনো নির্দেশনা না থাকায় অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। ফলে জনমনে এমন প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়, উচ্চ ফি আদায়ের সঙ্গে তাদেরও কোনো যোগসাজশ থাকতে পারে। প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি-সমানের পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফি আদায়ের অভিযোগ ওঠে। বিষয়টির স্থায়ী সমাধান হওয়া দরকার। এজন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা-উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এতে করে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপটিতে হয়রানি ও নাজেহালের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। শিক্ষা-প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা আরও গতিশীল হবে। আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ দ্রুত এ বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ নেবে।